গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৪ নেতার বিরুদ্ধে বিএনপির মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি অফিস ভাংচুরের অভিযোগে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, সাধারন সম্পাদক অনিকসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটট আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে,গত ১৩ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মামলার আসামী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে বিএনপি অফিসে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র,মোটরসাইকেল ভাংচুর,সাইবোর্ড ছিড়ে দেয় এমন অভিযোগ তুলে মামলা করা হয়।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু বলেন,রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে ব্যার্থ হয়ে অসত্য তথ্য তুলে ধরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবেই মামলা মোকাবেলা করা হবে।

মামলার বাদী গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন,কোন কারন ছাড়াই বিএনপি অফিসে বারবার হামলার ঘটনা ঘটে। বাধ্য হয়েই মামলা দায়ের করা হয়েছে। সঠিক ভাবে মামলা তদন্ত করা হলে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসবে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মো: মকলেছুর রহমান মুকুল বলেন,এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নামে মামলা করতে হবে। মিথ্যা দিয়ে কখনও রাজনীতি হয়না। এই মামলার ফলে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঐক্যবন্ধ হবে।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম (আশা) (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আশরাফুল আলম (আশা) পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের তাঁতীপাড়ার আতিয়ার রহমানের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরে এরশাদপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে চেক জালিয়াতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে আশরাফুল আলম (আশা) কে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিস সহকারি আবু বক্কর শ্রীঘরে

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক আবু বক্কর সিদ্দিককে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আবু বকর সিদ্দিক গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে। আবু বক্কর সিদ্দিককে গত বুধবার রাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ হেফাজতে নিয়েছিলো।

আবু বক্কর সিদ্দীকর নামে বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর থানায় ৪২০/৪০৯

পেনাল কোড ১৮৬০ তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫ (১)এর (ঘ) ধারা একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৩১।

বৃহস্পতিবার মামলা দায়েরের পর তাকে বিকালের দিকে আদালতে নেওয়া হয়। মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অভিযোগে জানা গেছে আবু বক্কর সিদ্দীক গাংনী উপজেলার কুমারী ডাঙ্গা গ্রামের মাহবুল আলমের স্ত্রী শামীমা নাসরিনকে রেকডীয় জমির খাজনা পরিষদের নিমিত্তে হোল্ডিং চালু করে ২০২০ সালের ২১ জুলাই থেকে ২০২২ সালের ২১ জুলাই এর আগ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের নাম করে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দাবি করেন।

পরে দেনদরবার করে তার কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন। টাকা দেওয়ার পরেও পরবর্তীতে খাজনা পরিষদের বিষয়টি সমাধান না হওয়ায় শামিমা নাসরিন জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

অভিযোগ পত্র পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে ঘটনার সত্যতা পান। পর আবু বক্কর সিদ্দিক এর নামে বিভাগীয় মামলা দায়ের করেন।

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালতে দুই প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অভিযান চালিয়ে একটি রেস্তোরাঁর মালিক ও একজন হোমিও চিকিৎসককে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে জীবননগর হাসপাতাল সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, লাইসেন্স না থাকায় হোমিও প্রাকটিসনার অধ্যাদেশ আইন-১৯৮৩ এর ৩৬ ধারায় খাঁন হোমিও হলের চিকিৎসক হাসানুজ্জামান খাঁনকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আর বাংলাদেশ হোটেল-রেস্তেরা আইন ২০১৪ এর ১৯ ধারায় ফুড গার্ডেনের মালিক হিমেলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীর জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ২৬ টাকা, এমওপি সার প্রতি কেজি ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা, ডিএপি সার প্রতি কেজি ১৬ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা, টিএসপি সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করছেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ সাইদুল ইসলামকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

কৃষি অফিসার সৌতম কুমার শীল, কুষ্টিয়া জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দুর্ঘটনা রোধে মাঠে জেলা প্রশাসনের তিন ম্যাজিস্ট্রেট

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে মাঠে নামলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের তিন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর-মহাজনপুর সড়কের সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামে এ অভিযান চালান তারা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান, আসাদুজ্জামান নুর ও গোলাম রাব্বানী পুলিশকে সাথে নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মোটরাসাইকেলের সাথে বৈধ কাগজপত্র, চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় ৪ জনকে ২০০ টাকা করে মোট ৮০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী বলেন, মোটরাসাইকেল চালানোর সময় অবস্যই মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র সাথে রাখতে হবে। চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট বাদে মোটরসাইকেল ড্রাইভিং না করা ও সড়ক আইন মেনে গাড়ি ড্রাইভ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন তারা।

মেহেরপুরে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ও র্যাব-৬ এর গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামিসহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলার ৬ আসামি রয়েছে।

গত সোমবার (২৪ আগষ্ট) থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এদিকে ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় ৫ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে গাংনী থানায় খুনের অভিযোগে একটি, বিস্ফোরক আইনে ১ টি, সদর থানায় মাদক আইনে ২ টি ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা হয়েছে। এফআইআরভূক্ত এই ৫ টি মামলায় মোট আসামি হয়েছে ২০ জন।

এসময় ২ টি ককটেল বোমা, ১১০ গ্রাম গাঁজা ও ৭ পিচ ইয়াবা জব্দ করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগরে ৪ প্রতিষ্ঠানকে ৬২

হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করায় একটি বেকারী এবং মেয়াদউত্তীন্ন ঔষধ বিক্রি করাসহ বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তিনটি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসককে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর পৌর শহরের পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৬২ হাজার টাকা জরিমানা করেন জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরিফুল ইসলাম।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর পৌর শহরের মেসার্স রানী ফুডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি করছে এমন অভিযোগের ভিক্তিত্বে রানী ফুডে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রানী ফুডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি,পরিবেশে অধিদপ্তরের অনুমোদন না থাকা এবং লাইসেন্স না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯এর ৫৩ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে, মেয়াদউত্তীন ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে হোমিও প্রাক্টিস অধ্যাদেশ ১৯৮৩এর ২ ধারায় অনুশক্তি হোমিও চিকিৎসক মুনীর আহম্মেদকে ১হাজার টাকা ,এ আলী হোমিও হলের চিকিৎসক জাব্বার আলীকে ১০হাজার টাকা এবং মাস্টার হোমিও হলের চিকিৎসক মোস্তফা কামালকে ১হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. আনিসুর রহমান এবং জীবননগর থানা পুলিশের একটি দল। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলাম।

গাংনীতে শাশুড়ি হত্যা মামলার আসামি ঘাতক বাদশার স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী রেকর্ড

গাংনীর করমদি গ্রামের রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় স্বীকারোক্তি দিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে মামলার একমাত্র আসামি সুলতান বাদশা।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলামের আদালতে নিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় তার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী বলেন, সুলতান বাদশাকে তার শাশুড়ি রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় আটক দেখিয়ে জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নেয়া হয়।

জবানবন্দীতে তার দোষ স্বীকার করেছে। এর আগে পুলিশের কাছে প্রাথমিক ভাবে তার শাশুড়িকে হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছেন।

বাদশা বলেছেন, তার স্ত্রীর সাথে প্রায় ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকতো। কয়েক দিন যাবৎ তাকে (স্ত্রীকে) শশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে শাশুড়ি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার দিন এ নিয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ির সাথে সকাল থেকেই তুমুল ঝগড়াঝাটি চলছিল।

এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের মাঠের একটি গাছের সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে সে। পরে তার স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে মাঠ থেকে ধরে আনেন। কিছুতেই মিটমাট হচ্ছিলনা।

পরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে কয়েকটি কোপ মারে। পরে শাশুড়ি ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যা করে নিজ গ্রামে গিয়ে আত্মগোপনে চলে যান ঘাতক সুলতান বাদশা।

ধরা পড়ার ভয়ে দিনের আলোয় আত্মগোপনে থেকে রাতের আধারে দুরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। এক পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসির সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের হাতে আটক হয় এই ঘাতক।

এদিকে বুধবার দুপুরের দিকে নিহত রঙ্গিলার স্বামী শওকত আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩২৬/৩০৭ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৯, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ ইং। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে ঝগড়া ঝাটির জের ধরে স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় রঙ্গিলা খাতুন তার মেয়ে রিংকিকে বাঁচাতে এলে তাকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় সুলতান বাদশা।

কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৩ দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। দালালদের দৌরাত্ম্য এবং ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগে পরিচালিত এ অভিযানে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুরে দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সরকারি পরিচালক নীল কোমল পালের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, সদর উপজেলার চৌড়হাস আদর্শপাড়া সলক আলীর ছেলে রিপন (২৭), চৌড়হাস এলাকা ছরোয়ার হোসেনের ছেলে মহিবুল (৪০) এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার আবুল কাসেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪০)। এর মধ্যে মহিবুল এবং দেলোয়ারকে তিন মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং রিপনকে এক মাসের

কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দুদক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্ট অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার এবং কিছু অসৎ কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। পরে তারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তল্লাশি এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে দুদক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের পক্ষ থেকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন দালালকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কুষ্টিয়ার সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, অভিযানে হাতে নাতে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার এবং কিছু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরে সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সেখানকার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যসহ দালালদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ উঠে আসে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলে নজরে আসে দুদকের।